২। যীশু মহান শিক্ষক

প্রস্তুতি পর্ব্বের বৎসরসমূহ

গালীল প্রদেশের নাসারৎ নামক নগরে যীশু মানুষ হয়েছিলেন। এখানে প্রায় ১৫০০০ লোকের বাস ছিল। যিরূশালেম থেকে সামুদ্রিক বন্দর সোর ও সীদোনের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য পথের মাঝে নাসারৎ ছিল এক বিশ্রাম নগর। নগরটি নানা প্রকার পাপকার্য্যে পরিপূর্ণ ছিল তাই লোকে বলত, "নাসারৎ হইতে কি উত্তম কিছু নির্গত হইতে পারে?" যীশু এই পাপপূর্ণ অবস্থা লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন যে স্বার্থপরতা, ব্যভিচার, হিংস্রতা, ঈশ্বর-বিরোধীতায় জগৎ পরিপূর্ণ। তিনি উপলব্ধি করলেন যে নরনারী পাপের কাছে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে।

পালক পিতা যোষেফের সাথে ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করার সময়ে তিনি মানুষদের বলতে শুনলেন যে তারা রোমীয় শাসনকর্তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। যীশু কিন্তু বুঝলেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও আসল সমস্যার সমাধান হবে না। তাদের জন্য প্রকৃত প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল পাপের কবল থেকে তাদের মুক্তি পেতে হবে। এই জন্যই যীশু জগতে এসেছিলেন যে তাদের পাপের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করেন। তাঁর যীশু নামের অর্থই হ'ল মুক্তিদাতা। দূত যোষেফকে বলেছিলেন—"তুমি তাঁহার নাম যীশু রাখবে। কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাঁহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।" মথি ১ঃ২১

যীশু ঈশ্বরের বাক্য বুঝলেন, ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হলেন। মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তৎকালীন নামজাদা ব্যবস্থাবেত্তাদের থেকেও বেশী জ্ঞান লাভ করলেন যীশু ঈশ্বরের বাক্যে। যীশু ঈশ্বরের বাক্য ভালবাসতেন, বাক্যের বাধ্য হয়ে চলতেন।

৩০ বৎসর বয়সে যীশু শহরে ও গ্রামে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার জন্য বাসভূমি নাসারৎ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। যোহন বাপ্তাইজক যেখানে প্রচার করছিলেন, ঈশ্বর যীশুকে সেখানে পাঠালেন। যোহন যর্দ্দন নদীতে যীশুকে বাপ্তিস্মিত করেছিলেন।

"পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন; আর দেখ তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। আর দেখ; স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।" মথি ৩ ঃ ১৬, ১৭

ঈশ্বরের কাজের জন্য অভিষিক্ত

ঈশ্বরের কার্য্যে পবিত্র আত্মা যেন সাহায্য করেন এজন্য পুরাতন নিয়মের যুগে ভাববাদী, পুরোহিত ও রাজগণ তৈল দ্বারা অভিষিক্ত হ'তেন। প্রতিজ্ঞাত ত্রাণকর্ত্তার অপর দুটি নাম হ'ল মসীহ ও খ্রীষ্ট। উভয় নামের অর্থই হ'ল অভিষিক্ত। যিশাইয় ভাববাদী, যীশুর বিষয়ে লিখেছেন ঃ—

"প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য;

তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, বন্দীগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য, প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করিবার জন্য।" লূক ৪ ঃ ১৮, ১৯

যিশাইয়ের ভাববাণী যীশুর জীবনে পূর্ণ হয়েছিল। সুসমাচার প্রচার করার জন্য তিনি সর্বত্র গিয়েছিলেন। রোগীকে স্পর্শমাত্র তিনি সুস্থ করেছিলেন। অন্ধ লোক যীশুর প্রসাদে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিল। যীশু যিশাইয়ের ভাববাণী সম্পর্কে বলেছিলেন, "শাস্ত্রের এই বচন আজ পূর্ণ হ'ল।"

গ্রাম্য নারীকে দত্ত যীশুর শিক্ষা

১২ জন লোককে যীশু তাঁর সাহায্যকারীরূপে মনোনীত করেছিলেন। এই ১২ জনকে যীশুর শিষ্য বলা হয়। এঁদের মধ্যে ২ জন মথি ও যোহন যীশুর জীবনী লিখেছেন। শমরীয়া ভ্রমণের বিষয় যোহনের লেখায় পাওয়া যায়।

গালীল থেকে যিরূশালেমে যাবার সহজ পথটি ছিল শমরীয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অনেক পথিক এ সহজ পথটি ছেড়ে ঘুর পথে যাতায়াত করত কারণ তারা শমরীয়গণকে ঘৃণা করত। শমরীয়গণ ছিল ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ তাই যিহুদীগণ এদের ঘৃণা করত। যীশু শমরীয়গণকে ঘৃণা করেননি। তিনি সকলকেই ভালবাসতেন। পরিত্রাণের আলো সকল জাতির কাছেই প্রেরিত হবে, এই ছিল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা। তাই যীশু শমরীয়গণের কাছে সুসমাচার প্রচার করার উদ্দেশ্যে এই দেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন।

শুখর নামক গ্রামে এক কূপের পাশে যীশু বসেছিলেন, আর তাঁর শিষ্যগণ খাবার কিনবার জন্য বাজারে গিয়েছিলেন। এই সময়ে এক শমরীয় স্ত্রীলোক জল তুলবার জন্য এল। যীশু তার কাছে পান করবার জন্য জল চাইলেন। যীশুকে তার সাথে কথা বলতে দেখে স্ত্রীলোকটি বিস্মিত হ'ল। যীশু তাকে বললেন "তুমি যদি জানতে, ঈশ্বরের দান কি, আর কে তোমাকে বলিতেছেন, আমাকে পান করিবার জল দেও; তবে তাঁহারই নিকট তুমি যাচ্ঞা করিতে এবং তিনি তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন।" স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, জল তুলিবার জন্য আপনার কাছে কিছুই নাই, কূপটিও গভীর; তবে সেই জীবন্ত জল কোথা হইতে পাইলেন?" ...যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, "যে কেহ এই জল পান করে, তাহার আবার পিপাসা হইবে; কিন্তু আমি যে জল দিব, তাহা যে কেহ পান করে, তাহার পিপাসা আর কখনও হইবে না বরং আমি তাহাকে যে জল দিব তাহা তাহার অন্তরে এমন জলের উনুই হইবে, যাহা অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিবে।" যোহন ৪ : ১০-১৪

দেহের যখন জল প্রয়োজন হয় তখন আমরা তৃষ্ণা বোধ করি। দেহের যেমন জলের প্রয়োজন, আত্মারও অনুরূপ প্রয়োজন আছে। যতক্ষণ আমরা তা খুঁজে পাইনা, ততক্ষণ আমরা তৃষ্ণাজনিত অতৃপ্তিতে থাকি।

এই শমরীয়া নারী প্রেমের মধ্যে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিল। সে পাঁচবার বিবাহ করেছিল এবং তখনও এমন লোকের সাথে বাস করছিল যে তার স্বামী নয়। তাকে দেখেই যীশু তার বিষয়ে সমস্তই

জানতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে স্ত্রীলোকটি কিছুতেই সুখী হতে পারবে না যতক্ষণ না তার পাপ সমূহ ক্ষমা করা হয়। তাই তিনি তাকে তার পাপের কথা বললেন। স্ত্রীলোকটি যীশুর কথা মেনে নিয়েছিল।

শমরীয়া নারী উপলব্ধি করেছিল যে যীশু ঈশ্বরের লোক, মহান ভাববাদী। যীশু যে তাকে সাহায্য করতে পারেন এ বিষয়ে সে নিশ্চিত হয়েছিল। তাই কিভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করতে হয় সে যীশুর কাছে জানতে চেয়েছিল। যীশুর উত্তরটি আপনিও মনে রাখুন :—

"ঈশ্বর আত্মা, আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে।"

যীশুই যে মশীহ্ ছিলেন একথা তিনি স্ত্রীলোকটিকেও জানিয়েছিলেন। মুক্তিদাতার দেখা পেয়ে নারী কতই না সুখী হয়েছিল। সেই থেকেই তার জীবনে এসেছিল আমূল পরিবর্ত্তন। সে দৌড়ে গিয়েছিল প্রতিবেশীদের এ সুখবর দিতে যে সে মশীহের দেখা পেয়েছে, কারণ তাদেরও জীবন্ত জলের প্রয়োজন ছিল। "তখন আরও অনেক লোক তাঁহার বাক্য প্রযুক্ত বিশ্বাস করিল; আর তাহারা স্ত্রীলোককে কহিল, এখন যে আমরা বিশ্বাস করিতেছি, সে আর তোমার কথা প্রযুক্ত নয়, কেননা আমরা আপনারা শুনিয়াছি ও জানিতে পারিয়াছি যে ইনি সত্যই জগতের ত্রাণকর্ত্তা।"

যোহন ৪ : ৪১-৪২

জগতের কোটী কোটী মানুষ ভালবাসায়, যৌন জীবনে, মদ্যে, শিক্ষায়, ক্ষমতায়, ধর্মে, সৎকর্মে, এমনকি মৃত্যুতে তৃপ্তি পেতে চায়। কিন্তু এগুলির কোনটি প্রকৃতই মানুষকে সুখী ও তৃপ্ত করতে পারে না। কেবল যীশুই পারেন আপনার তৃষ্ণা মিটাতে।

প্রার্থনা

"সৃষ্টিকর্ত্তা প্রেমময় ঈশ্বর! তুমি জান আমার তৃষিত আত্মা কি চায়। দয়া করে আমার পাপ সকল তুমি ক্ষমা কর। আমাকে সেই জীবন্ত জল দাও যেন আমার তৃষিত আত্মা তা পান করে পরিতৃপ্ত হয়। সত্যে ও আত্মায় তোমার ভজনা করতে আমাকে শিখাও। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি যীশুর প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করি, যেন বুঝতে ও বিশ্বাস করতে পারি যে তিনিই জগতের ত্রাণকর্ত্তা।

ধনী যুবককে দত্ত যীশুর শিক্ষা

একবার এক ধনী যুবক হন্তদন্ত হয়ে যীশুর কাছে এল। সে নতজানু হয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করল "হে সদ্‌গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব?" যুবকটি চেষ্টা করছিল যেন ভাল জীবন যাপন করে স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে স্থান পাওয়া যায়। সে কখনও কাউকে হত্যা করেনি, ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হয়নি। সে চুরি করেনি, মিথ্যা কথা বলেনি বা প্রতারণা করেনি। পিতা-মাতাকেও সে সমাদর করত।

এই রকম সৎলোক সে ছিল, তবুও একটি জিনিসের অভাব ছিল তার। স্বর্গে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সৎ কাউকে এ জগতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার পাপ ছিল স্বার্থপরতা। সে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিধানের জন্য যতটা সচেষ্ট ছিল অন্যের জন্য ততটা ছিল না। ঈশ্বর অপেক্ষা অর্থকে সে অধিক প্রেম করত। তাই তারও শমরীয়া নারীর মতই মুক্তি পাওয়ার দরকার ছিল। প্রকৃত সুখ ও অনন্ত জীবন পেতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে স্থান দিতে হবে আমাদের জীবনে।

"যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে ভালবাসিলেন এবং কহিলেন, এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, যাও, তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় কর, আর দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে ; আর আইস ; আমার পশ্চাদগামী হও।"

মার্ক ১০ ঃ ২১

যে অনন্ত জীবন সন্ধানে যুবকটি যীশুর কাছে এসেছিল, যীশু তাকে তা দিতে পারতেন। কিন্তু হতভাগ্য যুবকটি তা না নিয়েই ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরে গিয়েছিল। সে স্বর্গের ধন পাওয়ার চেয়ে জগতেই ধন পেতে আকাঙ্খা করেছিল।

✪✪✪